ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

- বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বিশেষ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়রা এ পর্যন্ত মোট ১৭৬টি স্বর্ন, ৯৪টি রৌপ্য এবং ৫৮টি ব্রোঞ্জ, মোট ৩২৮টি পদক লাভ ;
- এছাড়া ২০১৩ সনে ভারতে বাংলাদেশী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দল ক্রিকেট খেলেছে। এ বছর নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দল সাউথ আফ্রিকায় ব্লাইন্ড ক্রিকেটে অংশগ্রহণ;
- দেশের প্রতিভাবান প্রতিবন্ধী শিশু শিল্পীদের নিয়ে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা দল গঠন।

জনসচেনতামূলক ও প্রচারণা কার্যক্রম

- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও সংগঠনকে নিয়ে ৫টি কর্মশালা সম্পন্ন;
- অটিজম ও এনডিডি এবং সাধারণ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে প্রফেশনাল, সরকারী কর্মকর্তা, অভিভাবক ও প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমুখী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান শীর্ষক ২টি কর্মশালা সম্পন্ন;
- বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস নিয়মিত জাতীয় পর্যায়ে পালন;
- প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১৩ থেকে 'আমরা করবো জয়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্বরে ৩-১০ ডিসেম্বর ২০১৪ প্রতিবন্ধিতা উন্নয়ন মেলা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ;
- টেলি-থেরাপি, টেলি-কাউন্সেলিং ও টেলি-প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ;
- ভিডিও ও টেলিকনফারেন্স এর মাধ্যমে ই-থেরাপি ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান;
- কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও হুইল চেয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং;
- অটিজম ও এনডিডি সম্পন্ন শিশুদের জন্য ফস্টার ফ্যামিলি কেয়ার প্রবর্তন;
- বিভাগীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিকমানের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিশেষ স্কুল স্থাপন;
- নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষাদানের উপযোগী প্রশিক্ষক তৈরী ও বিশেষ শিক্ষকদের মূল্যায়নের সূচক তৈরী;
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পারফরমেন্স এবং শিক্ষকদের মূল্যায়নের জন্য ইন্ডিকেটর নির্দিষ্টকরণ;
- অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় কারিকুলাম ও আইইপি প্রবর্তন;
- সকল ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরী;
- নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য সকল হাসপাতালসমূহে বিশেষ কর্নার স্থাপন;
- প্রতিবন্ধীদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য মৈত্রী শিল্পের ন্যায় সকল বিভাগে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মান;

সহযোগিতায়

সমাজসেবা অধিদফতর
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
www.dss.gov.bd; www.nfddp.gov.bd; www.bnswe.gov.bd

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার

আইনানুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত, ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা এবং প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, প্রতিবন্ধিতার ধরন নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব বিবেচনায় প্রতিবন্ধীদের সাধারণভাবে অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, বাকপ্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য অধিকার:

- প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়ায় অধিকার;
- সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতার অধিকার, উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকার;
- স্বাধীন অভিব্যক্তি, মত প্রকাশ, তথ্যপ্রাপ্তির ও প্রবেশগম্যতার অধিকার;
- মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সাথে সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন করার অধিকার;
- শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার;
- কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকবার ও ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তির অধিকার;
- নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার;
- শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার;
- শারীরিক, মানসিক ও কারিগরী সক্ষমতা অর্জন করে সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হওয়ার লক্ষ্যে সহায়কসেবা ও পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার;
- মাতা-পিতা বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বা তার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হলে, যথাসম্ভব, নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসনের অধিকার;
- সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার;
- স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনার অধিকার;
- জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ অধিকার;
- সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যেকোনো অধিকার রয়েছে।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন আলোকে ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ আইনের অধীনে ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের অংশ হিসাবে মর্যাদার সাথে বসবাস করার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে,-

(ক) যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা;
(খ) উপযোগী শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের ব্যবস্থা করা; এবং
(গ) সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য:-

- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে;
- এ আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে;
- বর্ণিত আইনের ধারা-১৩(১) এর আওতায় ২৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে;
- ট্রাস্টের কার্যক্রম কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকার ইতোমধ্যে ৬ কোটি টাকা চলতি তহবিল এবং ১৫ কোটি টাকা স্থায়ী তহবিল হিসেবে মোট ২১ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করেছে।

অটিজম বিষয়ক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা ড. সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে 'পাবলিক হেলথ এক্সিলেন্স' সম্মাননা প্রদান করায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গৌরবান্বিত।

২৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ১৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস, ২০১৪

টেকসই উন্নয়নঃ প্রযুক্তি প্রসারণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.msw.gov.bd

দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের সমাজের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদের সাথে সংগতি রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও তাদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে ২টি যুগান্তকারী আইন প্রনয়ণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা যে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করছি, সেখানে সাধারণ নাগরিকের মতই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গিকার। আর জাতিসংঘ এবারের প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে '**Sustainable Development: The Promise of Technology**'- 'টেকসই উন্নয়ন: প্রযুক্তির প্রসারণ'। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের উন্নয়নের নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ অনুমোদন করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ অধিকার সনদের লক্ষ্য হলো সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ চর্চার প্রসার, সুরক্ষা ও সুনিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশ এ অধিকার সনদের ৯১তম রাষ্ট্র হিসেবে স্বাক্ষর এবং ৮ম শরীক রাষ্ট্র হিসেবে অনুস্বাক্ষর করেছে। ৩ মে ২০০৮ থেকে এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন হিসেবে কার্যকর হয়েছে।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদের মূলনীতি:

(ক) ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;
(খ) বৈষম্যহীনতা;
(গ) পূর্ণ ও কার্যকর সামাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি;
(ঘ) ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা;
(ঙ) সুযোগের সমতা;
(চ) সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার;
(ছ) নারী পুরুষের সমতা;
(জ) প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশমান সামর্থের এবং তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় UN ESCAP

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের অংশ হিসাবে মর্যাদার সাথে বাস উপযোগী করে তোলার জন্য UN ESCAP থেকে ২০১৩-২০২২ সময়ের জন্য ১০টি Goal, ২৭টি Terget এবং ৬২টি Indicator নির্ধারণ করে "Make the Right Real" হিসেবে The Incheon Strategy গৃহীত হয়। Goal ১০টি হচ্ছে:

১. কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যতা বিমোচন;
২. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ভৌত অবকাঠামো, পাবলিক পরিবহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা সম্প্রসারণ;
৪. সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
৫. যত দ্রুত সম্ভব প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণের পর উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণ;
৬. প্রতিবন্ধী নারীর ক্ষমতায়ণের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ;
৭. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দূর্যোগ ঝুকি প্রশমন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
৮. প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কীত পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্যতা এবং পরিসংখ্যান তুলনীয়মাত্রার উন্নয়ন;
৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় আইনের সংগতি সাধন ত্বরান্বিতকরণ;
১০. উপআঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তঃআঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রতিবন্ধী বিষয় আইন প্রণয়ন, সামাজিক নিরপত্তা সম্প্রসারণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও প্রতিবন্ধিতার মাত্রা নিরূপণ। অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় সরকারের উদ্যোগ

প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইন, নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালা

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩;
২. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩;
৩. প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫;
৪. প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০০৬;
৫. অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১;
৬. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১;
৭. এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১০;
৮. এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩;
৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০০৫;
১০. প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কীত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯;
১১. প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা ২০১১।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক সমন্বয়

- জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ এর ৩৩ ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এনজিও এর সমন্বয়ে একটি জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ কমিটির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সমন্বয় সাধন করে থাকে;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ

- চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে মাথাপিছু মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৪ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বার্ষিক বাজেট ২ শত ৪০ কোটি টাকা;
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে ১০৭ টি প্রতিষ্ঠান ও ৫ হাজার ১ শত ৪০ জন প্রতিবন্ধী ও দুস্থ ব্যক্তিকে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে হইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ, শিক্ষা ইত্যাদি সহায়ক উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করছে।

সমন্বিত ও বিশেষ শিক্ষা

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জনপ্রতি মাসিক প্রাথমিক স্তরে ৩০০, মাধ্যমিক স্তরে ৪৫০, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ ও উচ্চতর স্তরে ১০০০ টাকা হারে ৫০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য সরকারের বাজেট ২৬ কোটি টাকা;
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ১টি জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ৫টি সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ১টি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান, ৭টি সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, মিরপুর ও উত্তরায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য দুটি বিশেষ স্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ১টি ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে মুদ্রিত পুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে;
- প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী সুইড বাংলাদেশ ও প্রয়াসসহ ৫৬টি বেসরকারি বিশেষ স্কুলের শিক্ষকদের ১০০% বেতনভাতা প্রদান করা হচ্ছে;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ২% কোটা সংরক্ষণের করার পাশাপাশি বোর্ড পরীক্ষায় অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় বৃদ্ধি করেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক অধ্যায় সংযুক্ত করেছে এবং মিনা কার্টুনের মাধ্যমে অটিজম বিষয়ক জনসচেতনতা তৈরী করছে।

প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

- সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে ৭৪৫ জন এসিডদগ্ধ ও ৮৯,২৫৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ৮৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে;
- এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৬ বিভাগে ৬টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন রয়েছে;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে এনজিওসমূহকে ঋণ প্রদান করা হয়।

বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ

- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য ৬৪ জেলার ৭৩ টি স্থানে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু ও প্রতিটি সেবা কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও এনডিডি কর্নার স্থাপন;
- মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস সেবা প্রদান;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপন;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হতে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কর্মসূচির মাধ্যমে মেধাবী ও গরীব শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু স্বাভাবিক সুস্থ্য জীবনযাপনে সহায়তা প্রদান;
- সেন্টার ফর নিউরো-ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিল্ড্রেন' সেন্টারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক টিমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অটিস্টিক শিশুদের সেবা প্রদান।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান ও প্রতিবন্ধিতার মাত্রা নিরূপণ

- দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধী জরিপে অংশ নিন, দিন বদলের সুযোগ দিন' এ প্রতিপাদ্য অনুসারে শনাক্তকরণ জরিপ বাস্তবায়িত হচ্ছে। সকল উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন কে ৫৬৪ টি ইউনিটে বিভক্ত করে জরিপ পরিচালনা করে ১৭ লক্ষ ৮৬ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ডাক্তার কর্তৃক ১৩ লক্ষ ৯৫ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তাদের প্রতিবন্ধিতার মাত্রা নিরূপন করা হয়েছে;
- Disability Information System (DIS) এ শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংরক্ষণের কার্যক্রম চলছে, তথ্য সংরক্ষণ শেষে প্রতিবন্ধীদের জাতীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে (DIS) জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

তথ্য, যোগাযোগ, পরিবহন ও ভৌত অবকাঠামোতে প্রবেশগম্যতা'র উন্নয়ন

- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুরে একটি প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন অঙ্গনে সকল ধরণের প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের বিনোদনের জন্য একটি শিশু পার্ক স্থাপন;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মান প্রকল্প চলমান;
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবেশ সহজগম্য করতে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সকল ভবনের ন্যূনতম নীচতলার লিফট পর্যন্ত ঢালুপথ তৈরিকরণ;
- শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাংলা সংবাদ 'ইশারা ভাষায়' সম্প্রচারকরণ।

আবাসন

- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মিরপুরে ১টি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস চালু করা হয়েছে; এবং
- কর্মজীবি প্রতিবন্ধী মহিলা ও পুরুষ হোস্টেল চালু করা হয়েছে।